দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা, শনিবার ১৯ পৌষ ১৪১৬, ২ জানুয়ারী ২০১০

সমাজতন্ত্র : উন্নয়নের পথে ধনতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র

ড. এম আজিজুর রহমান

'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস ঐপারে যত সুখ আমার বিশ্বাস'। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের সাধারণ জনগণ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কুফল এবং দুর্বলতা ইত্যাদি নানাভাবে সমালোচনা করেন। যেমন-আয়ের সুষম বন্টনের অপ্রতুলতা, দারিদ্র্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা নিয়েও তারা বিতর্কে লিপ্ত হন। সাধারণ জনগণ সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ, কেন্দ্রীয়করণ, সরকার ও সরকারি মালিকানায় প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ইত্যাদি বিষয়াদি দাবি করেন। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে অদক্ষতা, অনিয়ম এবং অনুৎপাদনশীলতা ইত্যাদি কারণে সমগ্র দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে ধনতান্ত্রিক কাঠামো ও উৎপাদনশীল পরিবেশে রূপান্তরের বিবর্তন শুরু হয়। Many socialist countries are, therefore, back to Pavilion of capitalism.

সমাজতন্ত্র একটি দেশের রাজনীতি বা রাজনৈতিক পদ্ধতি নয়। সমাজতন্ত্র বাস্তবে একটি অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত পদ্ধতি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং এর ফলপ্রসূ প্রয়োগ সাপেক্ষে রাজনীতিকে ব্যবহার করা হয়। সমাজতন্ত্রবিদদের মতে, একটি দেশের ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা বড় অমানবিক। কারণ ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা এবং দেশের ধনসম্পদ শুধু ধনী শ্রেণীর অল্পকিছু সংখ্যকের মালিকানাধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। ধনতান্ত্রিক মালিকগোষ্ঠী দেশের বেশিরভাগ মূলধন ও ধন-সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়। তারা দেশের অসম বন্টন ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে সমাজকে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জনবিমুখ করে তোলে। প্রতিটি মানুষ চায় ক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে জীবনে বড় হতে এবং জীবনমান বৃদ্ধি করতে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আয়ের অসম বন্টন ও দরিদ্রতার কারণে সবাই জীবনমান বৃদ্ধির সমান সুযোগ পায় না। সমাজতন্ত্রবিদরা আরও মনে করেন, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামো জনসাধারণের স্বার্থে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বাস্তবে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সমষ্টিগতভাবে দেশের উন্নয়ন তথা জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ইত্যাদি সম্ভব হয় না। কোন কোন সমাজতন্ত্রবিদ মনে করেন, দেশের সব রকমের উৎপাদন, উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোকে জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারি মালিকানাধীনে থাকবে। যার মালিক হবে সমগ্র দেশ, জাতি এবং সমাজ। আয়, উন্নতির সুষম বন্টনসহ উৎপাদনের উপকরণগুলো জনগণ ও মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোর ভেতরে বন্টন, বিভাজন, বিতরণ ও বিনিময় ইত্যাদি উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডগুলো সমাজতান্ত্রিক অবকাঠামোর আওতায় যথার্থভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। আরেক ধরনের সমাজতন্ত্রবিদরা মনে করেন, একতরফাভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে উৎপাদনশীল হবে না। তারা আংশিকভাবে হলেও বাজার অর্থনীতির কথা বলেন। মূলধন ও সম্পদের ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সোভিয়েত স্টাইল সমাজতন্ত্রবিদরা মনে করেন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োগ ও নির্দেশ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আদেশ ও আদেশক্রমে নির্দেশ কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে। রাষ্ট্র, সরকার ও বুর্জোয়াগোষ্ঠী উৎপাদনের সব রকমের উপাদানের মালিকানা সংরক্ষণ করবে। আরেক ধরনের সমাজতন্ত্রবিদ বিভিন্ন ধরনের বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্রের কথা ভাবেন, যা তারা নিজ নিজ দেশে প্রয়োগ করেন। যেমন-যুগোস্লাভিয়ান, হাংগেরীয়ান, জার্মানি ও চাইনিজ কমিউনিস্ট (১৯৭০-১৯৮০)। এসব দেশগুলো উদার সমাজতন্ত্রের শরণাপন্ন হবার সুবাদে বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্র প্রণয়ন করে। তারা তাদের বাজারভিত্তিক সমাজতন্ত্রে আর্থিক কর্মকাণ্ড সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের সমবায় এবং রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে সংমিশ্রণ এবং সমন্বয় করেন। সমাজতন্ত্রের এই মিশ্র মালিকানাধীন পরিবেশে সীমিত ও সমান্তরালভাবে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি চালু রাখার চেষ্টা করা হয়। যেখানে Free market exchange এবং Free price system সরকারি নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু উপাদানের উপকরণগুলোর জন্য কোন ধরনের Free price system বলতে তেমন কিছু থাকে না। আবার আরেক ধরনের সমাজতন্ত্রবিদ অষ্টাদশ শতাব্দিতে শিল্প, শিল্পায়ন ও শিল্পপতি ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বেসরকারি মালিকানার বিরুদ্ধে Revolution করেন তাদের কথা শিল্প, শিল্পয়ন সংশ্লিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যের বড় বড় উপাদান কেন্দ্রে কোনরূপ ব্যক্তি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন বলতে কিছু থাকবে না। আবার সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলতে একটি আধুনিক মতামতের কথা উল্লেখ করা হয়। যেখানে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে দু'ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম বিরাজ করবে। শিল্প, শিল্পায়ন এবং সব রকমের শিল্পজাত উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ ইত্যাদি সরকারি মালিকানাধীনে সম্পন্ন করা হবে। দেশের ব্যক্তি ও ব্যক্তি মালিকানাধীনে থাকবে অন্যান্য উৎপাদন ও উৎপাদন খাত সংশ্লিষ্ট মূলধন ও সম্পদ এবং বড় ধরনের শিল্প ও শিল্পায়ন নয় এমন ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্য। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে এটা এক ধরনের মিশ্র অর্থনীতি। নির্বাচিত কিছু উৎপাদন খাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব সামাজিক গণতন্ত্রের অধীনে সরকার নিজেই বহন করবে। কর আদায়ের মাধ্যমে সরকার আয় করবে। যার মাধ্যমে উপরিউক্ত কর্মকাণ্ড সরকার সম্পন্ন করবে। আবার পরোক্ষভাবে বিভিন্ন ধরনের নিয়মনীতি, পলিসি ও রেগুলেশন ইত্যাদির মাধ্যমে বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

ইউরোপের কিছু কিছু সামাজিক গণতন্ত্রবিদ নিজেদের সমাজতন্ত্রীমনে বলে দাবী করেন। তারা সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রে সবকিছুর সংমিশ্রণে কিছু বলেন। কেউ বলেন, ইউরোপিয়ান দেশগুলো হলো ধনতন্ত্রের প্রাচীন উৎস। উদার সমাজতান্ত্রিক বিধি-বিধানের কারণে তারা অতিসহজে সাম্প্রতিককালে আরোগ্যের পথে ধনতন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের প্রবেশদ্বার খুঁজে পেয়েছেন। আবার সোভিয়েত স্টাইল কমান্ড ইকোনমিতে ১৯৬০ সাল থেকে ৮০ দশকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত যখন মাথাপ্রতি আয় ও জীবন যাত্রার মান হ্রাস পায় তখন মানুষ খুঁজতে থাকে ধনতন্ত্রের উন্মুক্ত দ্বার। এই মার্কসবাদী কঠিন সমাজতন্ত্রের পরিবেশে থেকে রাশিয়ার কঠিন সময়, দুর্ভোগ ও পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা নিয়ে আশির দশকের মাঝামাঝিতে তারা খুঁজে পায় ধনতন্ত্রের প্রবেশদ্বার। রাশিয়ার আর তেমন কোন সরকারি অর্থনৈতিক শাসন নেই। অনেক দেশেই মিশ্র ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ছিল ও আছে। এ মিশ্রতার কারণে একটির সাথে আরেকটির সুস্পষ্ট পার্থক্য করা বড়ই দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থবোধক। এ অস্পষ্টতা দূরীকরণ যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের ভেতরে কোনটি বেশি অবদানশীল তা নির্ধারণ। মার্কসিস্ট মডেলের সমাজতন্ত্র বড় কঠিন। আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগযোগ্যতা প্রায় অসম্ভব। কাল মার্কসের মতে, দেশের সব রকমের উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণ ও পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শ্রমিক শ্রেণী বা সর্বহারা গোষ্ঠীর মালিকানাধীনে থাকবে। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র, আইনী প্রক্রিয়া, কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয়করণ, পুরোহিততন্ত্রের কেন্দ্রীয় বা নিম্নস্তরের বা Principal-cum-Agent দের ক্ষমতা ও প্রশাসনিক পরিবেশে শ্রমিক শ্রেণী ও সর্বহারা গোষ্ঠী সবধরনের উপকরণের মালিকানা রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সামাজিক গণতন্ত্র পদ্ধতিতে খুব সীমিত আকারের হলেও উদ্যোগ, উদ্যোক্তা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদানের সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রেণী, সমাজ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকবে। অর্থোডক্স মার্ক্সিস্ট সমাজতন্ত্রবাদ বিশ্বে বহুল পরিচিত। অর্থোডক্স শব্দের অর্থ হল সনাতনপন্থী, প্রচলিত মতে বিশ্বাসী এবং কট্টর ও গোঁড়া নিয়মনীতি। ধর্মীয় ও মানবিক ভাষায় ব্যক্তি ও বেসরকারি মালিকানা থাকবে। কট্টরপন্থী কার্ল মার্কসের মতে, ব্যক্তি মালিকানা ও বেসরকারি খাত বলতে কিছুই থাকবে না। উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণসহ সবকিছুরই মালিক হবে সরকার, সরকারি বুর্জোয়া এবং সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজ। সব রকমের নির্দেশ আসবে পুরোহিততন্ত্রের উচ্চস্তর থেকে। কার্ল মার্ক্স প্রচলিত সমাজতন্ত্র সনাতনপন্থী হিসেবে ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ এবং সামগ্রিকভাবে রাশিয়ান ভূ-খণ্ডে সর্বজন গৃহীত হয়। মার্ক্স প্রচলিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রীয় সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের কঠোরতা নিম্ন ও উচ্চপর্যায়ে সীমিতকরণ হয়। নিম্ন পর্যায়ে সামন্ততন্ত্রে কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পেলেও উচ্চপর্যায়ে সাম্যবাদী নীতি বড় কট্টর ও গোঁড়ামী সম্পন্ন। নিম্নপর্যায়ে সামন্তবাদের নীতিগত ভিত্তি হল "From each according to his ability, and to each according to his work." প্রতিটি মানুষ তার ব্যক্তি ক্ষমতা, দক্ষতা ও কাজের ভিত্তিতে ফল ভোগ করবে। আর সামন্তবাদের উচ্চস্তরের নীতিগত ভিত্তি হচ্ছে "From each according to his ability. and to each according to his need"

উদারপন্থী সমাজতন্ত্রবিদরা (Libertarian socialist) রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থনীতির সামগ্রিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণকে প্রত্যাখান করে। কর্মক্ষেত্র, নিয়োগ ও মজুরি ইত্যাদির সুবাদে সমবায় বা সমবায়কর্মী পরিষদের মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণগুলোর সরাসরি Collective ownership -এর কথা বলে। এটা সংক্ষেপে হল ব্যক্তি মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার মাঝামাঝি পর্যায়ের একটি মালিকানা। যাকে গণতান্ত্রিকভাবে কর্মজীবীদের Collective ownership বা উদারপন্থী সমাজতন্ত্র বলা হয়।

ধনতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বলে নিরঙ্কুশভাবে আলাদা কিছু নেই। Everything affects everything or more or less everything belongs to everything.

কমবেশি সবকিছুর ভেতরে সবকিছু মানব উন্নয়নের স্বার্থে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের তন্ত্র ও রীতিনীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। যেমন-সরকার ও বুর্জোয়া সংগঠিত ধনতন্ত্র, উদার ও উৎপাদনশীল এমন দক্ষ পরিবেশে প্রয়োগ করে এশিয়ান টাইগার যেমন-দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুর আর্থিক সফলতা অর্জন করে উন্নয়নের উচ্চশিখরে পৌছাতে পেরেছে। আবার ধনতান্ত্রিক ও বাজার অর্থনীতিতে আয়, উন্নতির অসম বন্টন এবং দরিদ্রতার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া যায় না। আয়ের সুষম বন্টন, দারিদ্র্যবিমোচন এবং সামগ্রিকভাবে একটি দেশের উন্নয়ন ইত্যাদি সাপেক্ষে সমাজতান্ত্রিক সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয়. কিছু রীতি-নীতিসহ দরকার সুসংগঠিত, সমন্বিত এবং সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি। মনে রাখতে হবে, সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক পদ্ধতির চেয়ে অর্থনৈতিক পদ্ধতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, কী কী নিয়ন্ত্রণ, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ, সমাজতন্ত্রবিদদের ভাষ্য, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তি-মালিকানা, সরকারি ও বেসরকারি খাত, উদার সমাজতন্ত্র বনাম কট্টর সমাজতন্ত্র, সমবায় পদ্ধতি, আধুনিক ও প্রচলিত সমাজতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র, উদারপন্থী সমাজতন্ত্র, মার্ক্সপন্থী সমাজতন্ত্র, ধনতান্ত্রিক ও বাজার অর্থনীতি এবং প্রচলিত মিশ্র অর্থনীতি- কোন কিছুই মানব জীবনে বৃহৎ স্বার্থ ও কল্যাণার্থে এককভাবে একটি ভিত্তি হতে পারে না। দরকার উদার ও উৎপাদনশীল রীতি-নীতি, উৎসাহ-উদ্দীপনার নিয়ম-নীতি, সরকারি ও বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত নিয়ম-নীতি সবকিছুর সমন্বয় ও প্রত্যাশিত সংমিশ্রণ। মানুষের জন্য যে পদ্ধতি অধিক কল্যাণকর এবং সামাজিকভাবে যে পদ্ধতি ব্যাপক গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য, বাস্তবক্ষেত্রে সে কথাই ভাবতে হবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।